দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..2.8 .NOV.. 2015. ...
পৃষ্ঠা ..১৫.. কলাম ....৫.....

এমপিওভুক্ত হয়নি দীঘিরহাট স্কুল

কালাই (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

কালাই উপজেলার দীঘিরহাট জিএইচএম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৭ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। আর এতে ওই প্রতিষ্ঠানের ৬ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

উপজেলার জিন্দারপুর ইউনিয়নের স্থানীয় একটি দীঘির ধারে ৩টি গ্রামের (ঘাটুরিয়া, হাজিপুর ও ময়েশপুর) ৬ জন বেকার তরুণ-তরুণী নিজেদের বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে তাদের সম্মিলিত অর্থ দিয়ে ময়েশপুরের মোঁড় এলাকায় ৭৩ শতক জায়গা ক্রয় করে। এরপর ১৯৯৮ সালে ওই ৩টি গ্রামের নামকরণে দীঘিরহাট জিএইচএম নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করে। ২০০০ সালে বিদ্যালয়টি পাঠদানের জন্যে শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এ এলাকার অনেক শিক্ষার্থীই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করে শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়তো। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া কমে গেছে।

ভালো ফলাফলের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি এলাকায় বেশ সুনামও অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার ১৭ বছরেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়নি। একে ৬ জন শিক্ষক আর ২ জন কর্মচারী দীর্ঘ এ সময় বিনাবেতনে চাকরি করে আসছেন। বেতন-ভাতা না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরিয়ম বেগম বলেন, প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তি না হওয়ার কষ্ট তো আছেই। এছাড়া সরকারিভাবে টিআর, কাবিখার মতো কোন অনুদানও না পাওয়ায় অবকাঠামোগত উন্নয়নও করতে পারছি না।